স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ কৌশল

গরু হৃষ্টপুষ্ট করে বিক্রি করা খুব লাভজনক। অল্প সময়ে অল্প পুঁজিতে গরু হৃষ্টপুষ্ট করে বেকারত্ব ও দরিদ্রতা দূর করা যায়। অল্প সময়ে ষাঁড় বাছুরকে সুষম খাদ্য খাওয়ায়ে দৈহিক বৃদ্ধি করে গরু মোটাতাজা করা হয়। মুসলিম প্রধান বাংলাদেশে দ্বিতীয় প্রধান ধর্মীয় উৎসব কুরবানীর ঈদে বিপুল পরিমান গরুর চাহিদা তো রয়েছেই, তাছাড়া মানুষ এখন প্রচুর মাংস খায়। আর মাংসের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় গরুর মাংস। সারা বিশ্বেই কিন্তু জনপ্রিয়তার দিক থেকে গরুর মাংস এক নম্বরে। সুতরাং দেশের পাশাপাশি গরুর মাংস রপ্তানি করারও কিন্তু বড় সুযোগ আছে।

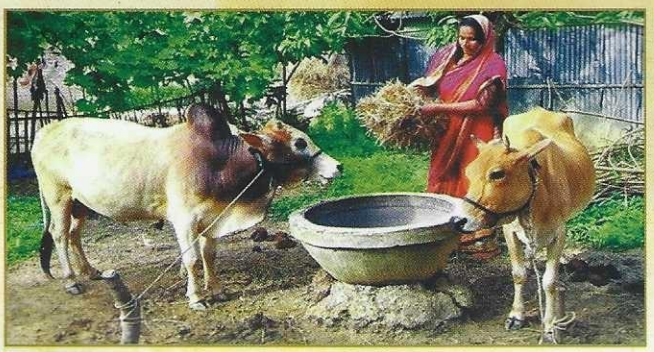

গরুহৃষ্ট-পুষ্ট করার উদ্দেশ্য :

- অল্প সময়ে (৪-৬ মাস) অধিক মুনাফা অর্জন করা যায়।
- আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি কম।
- বেকারত্ব ও দারিদ্রতা দূর করা যায়।
- মূলধন বা পুঁজি দ্রুত ফেরত আসে।
- খরচের তুলনায় লাভ বেশি।
- রোগব্যাধি কম হয়।

গরুহৃষ্ট-পুষ্টকরণ পদ্ধতি :

- পশু নির্বাচন।
- পুষ্টি ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা।
- পরজীবী মুক্ত করা ও টিকা প্রদান।
- বাজারজাতকরণ।

পশু নির্বাচন

দেড়-দুবছর বয়সের সংকর বা দেশী জাতের ষাঁড় বাছুর নির্বাচন করা। ভালো জাতের গরু, ঘাড় খাটো, হাড়ের জোড়াগুলো মোটা প্রকৃতির, বুক চওড়া ও পাঁজরের হাড় চ্যাপ্টা, কোমরের দুপাশ প্রশস্থ ও পুরু, কপাল প্রশস্থ, উচুঁ ও লম্বা, চামড়া ঢিলা, স্বাস্থ্যহীন ও রোগমুক্ত গরু নির্বাচন করতে হয়।

পরজীবী মুক্ত করা

গরু ক্রয় করার পরেই গরুর অভ্যন্তরিন ও বহি:পরজীবী মুক্ত করতে হবে। অন্যথায় গরুর খাদ্যের বিরাট অংশ খেয়ে গরুকে পুষ্টিহীন ও রক্ত শূন্য করে। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

টিকা প্রদান

প্রাণিকে রোগে আক্রান্তের হাত থেকে রক্ষা করতে টিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু হৃষ্ট-পুষ্টকরণ স্বল্প সময়ের জন্য করা হয়, তাই নিম্নোক্ত টিকাসমুহ প্রদান করতে হবে:

রোগ	টিকার নাম	পরিমান	প্রয়োগের স্থান	রোগ প্রতিরোধের কাল
ক্ষুরা রোগ (এফ.এম.ডি)	ট্রাইভ্যালেন্ট এফ.এম.ডি টিকা	৬ মিলি	চামড়ার নীচে	চার (৪) মাস
তড়কা (অ্যানথ্রাক্স)	তড়কা টিকা	১ মিলি	চামড়ার নীচে	এক (১) বছর
বাদলা (বি.কিউ)	বাদলা টিকা	৫ মিলি	চামড়ার নীচে	ছয় (৬) মাস

ঘর তৈরি ও আবসন ব্যবস্থাপনা

প্রতিটি গরুর জন্য দৈর্ঘ্য ৮ ফুট, প্রস্থ ৬ ফুট ও উচ্চতা ৮ ফুট জায়গা প্রয়োজন। ঘরের ভেতর আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখা। ঘরের মেঝে একদিকে ঢালু রাখা। ঘরের ভেতর খাদ্য ও পানি পাত্র থাকবে।

পুষ্টি ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা

সঠিক পরিমাণে পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ালে ষাঁড় বাছুরের ওজন প্রতিদিন প্রায় এক কেজি পর্যন্ত বাড়ে। ১০০-১৫০ কেজি ওজনের একটি ষাঁড় বাছুরকে প্রতিদিন ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাত খড় ৩-৪ কেজি, সবুজ কাঁচা ঘাস ১০-১২ কেজি, চালের কুঁড়া ১ কেজি, গমের ভুসি ১.২৫ কেজি, তিলের খৈল ৪০০ গ্রাম, হাড়ের গুঁড়া ৫০ গ্রাম, লবণ ৫০ গ্রাম ও ঝোলাগুড় ২৫০ গ্রাম খাওয়াতে হয়। পানি পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়াতে হবে।

ইউরিয়া-মোলাসেস-খড় (ইউ.এম.এস) প্রক্রিয়াজাতকরণ

ইউ.এম.এস তৈরীর প্রথম শর্ত হল এর উপাদানগুলির অনুপাত সর্বদা সঠিক রাখতে হবে অর্থাৎ ১০০ ভাগ ইউ.এম.এস এর শুষ্ক পদার্থের মধ্যে ৮২ ভাগ খড়, ১৫ ভাগ মোলাসেস (চিটাগুড়) এবং ৩ ভাগ ইউরিয়া থাকতে হবে। এ হিসাব মতে ১০০ কেজি শুকনা খড়, ঘনত্বের উপর নির্ভর করে ১৫-২০ কেজি মোলাসেস (চিটাগুড়) ও ৩ কেজি ইউরিয়া মিশালেই চলবে প্রথমে খড়, মোলাসেস ও ইউরিয়ার পরিমাণ মেপে নিতে হবে। এর পর পানিতে ইউরিয়া ও চিটাগুড় মিশিয়ে উহা ভালভাবে খড়ের সাথে মিশাতে হবে। পানি বেশী হলে দ্রবণটুকু খড় চুষে নিতে পারবে না আবার কম হলে দ্রবণ ছিটানো সমস্যা হবে। শুকনো খড়কে পলিথিন বিছানো বা পাকা মেঝেতে সমভাবে বিছিয়ে ইউরিয়া মোলাসেস দ্রবণটি আস্তে অস্তে ঝরণা বা হাত দিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে এবং সাথে সাথে খড়কে উল্টিয়ে দিতে হবে যাতে খড় দ্রবণ চুষে নেয়। প্রস্তুতকৃত ইউরিয়া মোলাসেস খড় সঙ্গে সঙ্গে গরুকে খাওয়ানো যায় অথবা একবারে ২/৩ দিনের তৈরীখড় সংরক্ষণ করে আস্তে আস্তে খাওয়ানো যায়। তবে কোন অবস্থাতেই খড় বানিয়ে তিন দিনের বেশী রাখা উচিৎ নয়। কারণ তাতে খড়ে ইউরিয়া এবং মোলাসেস এর পরিমাণ কমতে থাকবে।

পশুর ওজন মাপার বিভিন্ন পদ্ধতি:

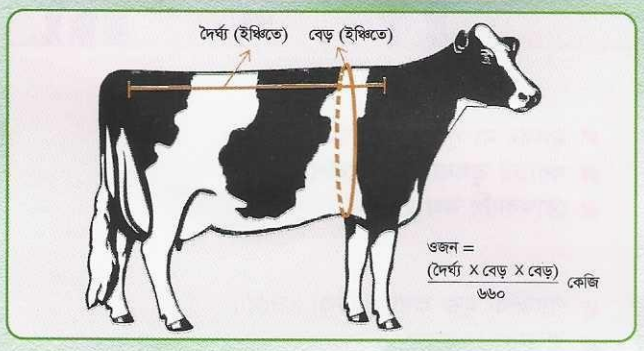

গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ খামার

'বিজ্ঞান সম্মত খামার গড়ি
নিরাপদ মাংস সরবরাহ করি'

বাজারজাতকরণ :

হৃষ্টপুষ্টকরণ গরু লাভজনকভাবে সঠিক সময়ে ভালো মূল্যে বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ হচ্ছে আরেকটি উল্লেখ্যযোগ্য বিষয়। বাংলাদেশে মাংসের জন্য বিক্রয়যোগ্য গবাদিপশুর বাজার মূল্যেও মৌসুমভিত্তিক হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। কাজেই একজন প্রতিপালককে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণের জন্য অবশ্যই গরুর ক্রয় মূল্য যখন কম থাকে তখন গরু ক্রয় করে বিক্রয় মূল্যের ঊর্ধ্বগতির সময়ে বিক্রয়ের ব্যবস্থা নিতে হবে। সাধারণত কোরবানির ঈদের সময়ে গরুর মূল্য অত্যধিক থাকে এবং এর পরের মাসেই বাজার দর হ্রাস পায়। তাই এখন গরু হৃষ্টপুষ্টকরণের উপযুক্ত সময়। স্বল্প সময়ে অধিক লাভবান হওয়ার সহজ এবং সুবিধাজনক উপায়ের মধ্যে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ একটি অত্যন্ত যুগোপযোগী পদ্ধতি।

সুস্থ্য ও অসুস্থ্য গরুচেনার উপায়

- অসুস্থ গরু ভীষন ক্লান্ত থাকে ও ঝিমাবে। আর সুস্থ গরুর গতিবিধি চটপটে থাকে। কান ও লেজদিয়ে মশা মাছি তাড়ায়।
- সুস্থ গরুর নাকের ওপরের অংশটা ভেজা বা বিন্দু বিন্দু ঘাম জমা থাকবে। অন্যদিকে অসুস্থ গরুর নাক থাকবে শুকনা। ঔষধ খাওয়ানো গরুর শরীরের অঙ্গগুলো নষ্ট হতে শুরু করায় এগুলো শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়। মনে হবে হাঁপাচ্ছে।
- অতিরিক্ত স্টেরয়েড দেয়া গরুর মুখ থেকে প্রতিনিয়ত লালা ঝরে। এসব গরু কিছু খেতে চায় না।
- সুস্থ গরুর শরীরের রঙ উজ্জ্বল, পিঠের কুঁজ মোটা, টান টান দাগমুক্ত হবে।
- সুস্থ গরুর রানের মাংস শক্ত থাকবে। আর অসুস্থ গরুর পা হবে নরম থলথলে।
- গরুর শরীরে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হলে বুঝবেন গরুটি অসুস্থ।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রচারে: **বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর**
ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ